মজদুর পল্লী, শ্রমিক কলোনী, সুভাষপল্লী, লেকপল্লী, ভাইভাই কলোনী, বাস্তুহারা কলোনী সহ

নোনাডাঙ্গার সমস্ত বস্তিবাসীদের
মানুষের মত বাঁচার যোগ্য প্রকৃত পুনর্বাসন চাই।
মুক্তি চাই ১১ জন বস্তিবাসী সহ সমস্ত আন্দোলনকারীর।

গত ৩০শে মার্চ উচ্ছেদ হওয়া নোনাডাঙ্গার বস্তিবাসীরা তাদের বস্তি পুনর্গঠন করে থাকতে শুরু করেছেন। অবস্থান, মিছিল, গণপ্রতিরোধ ও ১২ দিনের অনশন আন্দোলনের শেষে বস্তিবাসীরা যখন উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির তত্ত্বাবধানে গোটা বস্তিতে নতুন করে মাথার ছাদটুকু বানিয়ে তুলেছেন, তখন সরকার আবারও নোনাডাঙ্গার বস্তিবাসীদের ওপর আক্রমণ চালালো গত ২৮শে এপ্রিল। মিথ্যা মামলায় নতুন করে গ্রেপ্তার করলো ৫ মহিলাসহ ১১ জন বস্তিবাসীকে। আন্দোলনের দুই সহযোগীকে আজ পর্যন্ত মুক্তি দেয়নি সরকার।

নোনাডাঙ্গার আন্দোলন সামনে এনে দিয়েছে গোটা নোনাডাঙ্গা এলাকার মানুষের জন্য স্কুল-হাসপাতাল-পানীয় জল সহ এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নয়নের দাবীকে। নোনাডাঙ্গার আন্দোলন সামনে এনেছে কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসী, হকার, দোকানদারদের রুটি-রুজি-বাসস্থানের অধিকারের দাবীকে। নোনাডাঙ্গার আন্দোলন চালেঞ্জ জানিয়েছে 'কলকাতাকে লন্ডন বানানোর পরিকল্পনাকে'; প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকারের গরীবদরদী ইমেজকে!

রাজ্যসরকার, শাসকদল ও তাদের তাঁবেদার মিডিয়ারা কিছু অপপ্রচার চালাচ্ছে:

নোনাডাঙ্গা আন্দোলনের শুরু থেকেই সরকার বস্তিবাসীদের মধ্যে বিভাজন ঘটানোর চেষ্টা করে। যে দুটি বস্তি মমতা ব্যানার্জির সরকার গত ৩০ মার্চ উচ্ছেদ করে, সেই মজদুর পল্লী ও শ্রমিক কলোনির বাসিন্দাদের সঙ্গে আশপাশের লেকপল্লী, ভাইভাই কলোনী সহ অন্যান্য বস্তির বাসিন্দাদের বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে থাকে। ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচার করা হতে থাকে যে ওই দুই বস্তির বাসিন্দাদের সকলেরই ফ্ল্যাট আছে— তারা সেই ফ্ল্যাট বিক্রি করে নতুন ফ্ল্যাটের জন্য মাঠে হঠাৎ করে ঝুপড়ি বেঁধেছে। আরও বলা হয়েছে যে এদের পেছনে রয়েছে জমি মাফিয়ারা, এনজিও এবং মাওবাদীরা। তারাই নাকি বাইরে থেকে এসে নোনাডাঙ্গার শান্ত পরিবেশ অশান্ত করে তুলছে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তাঁরা কাউকে উচ্ছেদ করেননি আর করবেনও না।

সত্যি কি ঘটনাটা তাই? নাকি এসবের পিছনে আরও কিছু আছে যা এখনো সামনে আসেনি?

নোনাডাঙ্গা নিয়ে ওদের পরিকল্পনাটা কী?

মমতা ব্যানার্জির সরকার ক্ষমতায় এসেই অন্য সব কিছুর পাশাপাশি কলকাতা শহরের ফাঁকা জমির সদ্ব্যবহার (!) শুরু করেছে। নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কেএমডিএ ইতিমধ্যেই পিপিপি মডেলে (সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে) কলকাতার ফাঁকা জমি বেচা শুরু করে দিয়েছে। **কেএমডিএ-এর ওয়েবসাইট অনুযায়ী নোনাডাঙায় তাদের হাতে ৮০ একরের মত খালি জমি (কিছু জলাজমি সহ) আছে, যা তারা ৯৯ বছরের জন্য বেসরকারী উদ্যোগকে লিজ দিতে চান। সেই জমিতে গড়ে তোলা হবে বহুতল বাড়ি, শপিং মল, বড়লোকদের সিনেমা হল, বিনোদন কেন্দ্র, জলকেলির পার্ক।**

যে মাঠের একপ্রান্তে মজদুর পল্লী আর শ্রমিক কলোনী রয়েছে, সেই গোটা মাঠটার পরিমাণ হল মাত্র ১৯ একর। আমাদের প্রশ্ন — তাহলে এই ৮০ একরের মত খালি জমি নোনাডাঙ্গার কোনখানে আছে? আশপাশের জলাশয়ের বিবরণ শুনে নিশ্চয়ই সকলেই বুঝতে পারছেন যে খালি জমি মানে আমাদের বস্তিগুলোর কথা বলা হচ্ছে। মানে শুধু মজদুর পল্লী বা শ্রমিক কলোনীই নয়, ধাপে ধাপে উচ্ছেদ করা হবে লেকপল্লী, ভাইভাই কলোনী, সুভাষপল্লী, বাস্তুহারা কলোনী—নোনাডাঙ্গার সবকটা বস্তিকেই। তবেই ৮০ একর জমি তুলে দেওয়া যাবে জমির হাঙ্গরদের হাতে। তারা এখানে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করবে বড়লোকের বাড়ি, বিনোদন কেন্দ্র, শপিং মল বা জলকেলির পার্ক বানিয়ে। ফলে ওই জমিতে গরীবদের ঘর বানানো হবে বলে যারা বলছেন — তাঁরা মিথ্যে কথা বলছেন, নোনাডাঙ্গায় গরীবদের জন্য আর কোনো ফ্ল্যাট বানানোর কোনো কথা অন্তত ওই ওয়েবসাইটে নেই।

এখানে নাকি সকলেরই ফ্ল্যাট আছে!

সরকার আর মুনাফাবাজদের তাই নোনাডাঙ্গার জমি চাই-ই চাই। তাই উচ্ছেদ শুরু হয়েছে মজদুর পল্লী, শ্রমিক কলোনী থেকে। বাকিদের দেওয়া হচ্ছে

'পুনর্বাসনের' মিথ্যে প্রতিশ্রুতি। তাই একবার যদি মজদুর পল্লী বা শ্রমিক কলোনিকে পুনর্বাসন ছাড়াই গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় তবে একই পথে হাসিল করা যাবে বাকি বস্তিগুলোকে উচ্ছেদ করার কাজ। তাই ওদের কৌশল প্রথমে আমাদের নিজেদের মধ্যেই লড়াই লাগিয়ে দিয়ে আমাদের দুর্বল করে দেওয়া, আর তারপরে একে একে আমাদের সবাইকেই উচ্ছেদ করে দেওয়া। আর তারপর ফ্ল্যাটের যে বেশিরভাগ পরিবারের কাগজ নেই, ভাগানো হবে তাদেরকে। আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলছি, ওদের মিথ্যে প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। **যদি মজদুর পল্লী বা শ্রমিক কলোনিতে একজনও এমন বস্তিবাসী পাওয়া যায় যে নোনাডাঙ্গার পুনর্বাসন পাওয়া বস্তিবাসীদের জন্য দেওয়া ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়ে মাঠে ঝুপড়ি বেঁধেছে নতুন ফ্ল্যাট পাওয়ার লোভে— উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি তাদের ঝুপড়ি এখান থেকে তুলে দেবে।** কিন্তু পুনর্বাসন পাওয়া ফ্ল্যাটে যদি একটা পরিবারের ৪ জন বা তার বেশি পুর্নবয়স্ক সদস্য থাকে আর থাকবার জায়গার অভাবে তারা মাঠে এসে ঝুপড়ির জীবন যাপন করতে শুরু করে, তবে কেন সেটা অন্যায় হবে? আপনাদের যদি এ নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে বলছি— আপনারা পেছন থেকে না বলে সামনে এসে আমাদের ভুলটা বুঝিয়ে দিয়ে যান। আলাপ-আলোচনার সমস্ত দরজা কিন্তু আমরা খুলেই রেখেছি সকলের জন্য।

আবার সেই 'বহিরাগত'!

আর একটা কথা, মমতা ব্যানার্জি যখন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে গিয়ে আন্দোলন করছিলেন, তখন সিপিএম সরকার তাঁকে বলেছিল 'বহিরাগত'। আজ আমাদের আন্দোলনে যারা বস্তিবাসী না হয়েও সাহায্য করছেন, তাঁদের মমতা ব্যানার্জি, তাঁর দল বা তাঁবেদাররা বলছে — 'বহিরাগত'। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনে সত্যিই এ এক নির্মম পরিহাস। একদা উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের নেত্রীর সরকার উচ্ছেদ করছে অথবা করবে কলকাতার বস্তিবাসীদের একটা বড় অংশকে। তবে কি এভাবেই কলকাতা মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের 'লন্ডন' হয়ে উঠবে?

ফ্ল্যাটের জীবন— পুনর্বাসন না নির্বাসন!

আরও যে কথাটা বাকি রইল সেটা নোনাডাঙ্গার পুনর্বাসন পাওয়া ফ্ল্যাটবাসীদের প্রতিদিনকার জীবনসংকটের কথা, বাজারে ব্যবসায়ীদের কথা ও আরও আরও অন্যান্য নোনাডাঙ্গাবাসীর জীবনযুদ্ধের কথা। মাথা গোঁজার মত ১৬০ স্কোয়ার ফুটের ছোট্ট ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে কি সব পরিবারের স্থান সংকুলান হয়? নাগরিক পরিসেবার হাল বলার মত নয়। আমাদের কারোর জন্যই পরিশ্রুত পানীয় জল নেই, সামগ্রিক ভাবেও জলের মারাত্মক সংকট। সরকারী উদ্যোগে পড়বার মত স্কুল-কলেজ নেই, চিকিৎসাকেন্দ্র বা হাসপাতাল নেই। ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠ যেটুকু আছে তাও সরকারী পরিকল্পনায় বদলে যাবে বড়লোকের পার্কে। হতে পারে মুনাফার স্বার্থে সরকার ফ্ল্যাটগুলোকেও ভেঙ্গে দিয়ে খালপাড়, নারকেলবাগান, গোবিন্দপুর রেলকলোনির উচ্ছেদ হওয়া বস্তিবাসীদের আরও দুরে কোথাও চলে যেতে বলবে, অথবা 'উন্নয়নের' বিরাট বিরাট পরিকল্পনার মাঝে ঘেরাটোপে ফেলে আটকে দেওয়া হবে। 'সুদৃশ্য' বড়লোকের 'সুন্দর' শহরে 'বেমানান' আমরা গরিবরা— আজকে আমরা এই বস্তির মানুষরা টিনের ঘেরাটোপে বন্দী, কাল গোটা নোনাডাঙ্গা এলাকাটার হয়তো সেই হাল হবে!

এই লড়াই নোনাডাঙ্গার সমস্ত বস্তিবাসীর বাঁচার লড়াই, এ লড়াই আমাদের জিততে হবে

বন্ধু, আমরা রাজ্য সরকার ও তাঁদের স্নেহধন্য মুনাফাবাজ, পুলিশ আর মিডিয়ার একাংশের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এক অসম লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হয়েছি শুধুমাত্র বাঁচবার তাগিদে। মাথার ওপর একটু আচ্ছাদনের দাবিতে। কিন্তু যতই অসম হোক, ওরা যতই আমাদের হারানোর চেষ্টা করুক, আজ অব্দি আমরা জিতেই আছি। তাই ওরা আমাদের আবারো হারাতে চেষ্টা করছে। সরকারী প্রসাদপ্রাপ্ত ভেকধরা বুদ্ধিজীবিদের একাংশকে আমাদের বিরুদ্ধে নামানোর অক্ষম চেষ্টা চলছে। যেকোন প্রতিবাদকেই 'মাওবাদী' তকমা দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার 'আইনী অধিকার' প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

কিন্তু এতকিছু করেও আমাদের আন্দোলন দমাতে পারেনি। ওরা অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে পাঁচজন মহিলা সহ আমাদের ১১ জন বস্তিবাসীকে। তবুও ভাঙ্গতে পারেনি আমাদের আন্দোলন। নোনাডাঙ্গার সমস্ত বস্তিবাসীদের প্রকৃত পুনর্বাসনের দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলছে। গ্রেপ্তার হওয়া আন্দোলনকারীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলছে। এই লড়াই আজ আর নোনাডাঙ্গার মজদুর পল্লী বা শ্রমিক কলোনির নয়, এই লড়াই সমস্ত বস্তিবাসীদের লড়াই। মানুষের উপযুক্ত বাসস্থান পাওয়ার লড়াই। আমাদের একান্ত আবেদন, আপনি একজন বস্তিবাসী হিসেবে, এলাকার বাসিন্দা হিসেবে এই লড়াইতে যোগ দিন। একজন প্রতিবাদী মানুষ হিসেবে আমাদের লড়াইয়ের পাশে থাকুন, আপনার ভালোবাসা, সাহায্য ও সমর্থন সবটাই আমাদের প্রয়োজন। আসুন, আমাদের সকলের লড়াইয়ে 'নোনাডাঙ্গা' সংগ্রামের নতুন নাম হয়ে উঠুক। প্রতিবাদীদের ভরসা জাগুক।

ধন্যবাদসহ—

উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি

উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে গোপীনাথ মণ্ডল (৯০৫১৪৮১৩৭৮), নোনাডাঙ্গা শ্রমিক কলোনী কর্তৃক প্রকাশিত।